JUN. 1 2002

পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধ

হালে আমাদের পাবলিক পরীক্ষাগুলিতে নকল করিবার প্রবণতা ব্যাপক। এই অপরাধ এখন পরীক্ষার্থীর নিকট উত্তীর্ণ হইবার প্রধান তরিকা হিসাবে বিশেষ বিবেচনা পাইতেছে। গত তিরিশ বৎসরে নকল করিয়া পাসের কি ক্ষতি জাতির কর্ণধার, সমাজপতি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলগণ তাহা হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছেন। ফলে সকলেই বল্যাবলি করিতেছেন যে শিক্ষার মান নিম্নগামী। শিক্ষাদানের মানও নিম্নগামী। ফাঁকি দিবার প্রবণতা দিন দিনই প্রবলতর হইতেছে। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষিত সমাজকে দারুণভাবে পীড়িত করিয়া চলিয়াছে নারীদের শিক্ষা বঞ্চনা। এই বঞ্চনা সমাজমানস হইতে রাষ্ট্রীয় চালিকাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে সক্ষম হওয়ায় বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তাহার পূর্ববর্তী শাসন আমলে নারী শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক করিয়াছিলেন। নগরের নারীদের চাইতে বেশি বঞ্চনার শিকার গ্রাম-গঞ্জের মেয়েরা, তাই সেইখানের বঞ্চিতদের জন্য তিনি ঐ ব্যবস্থা লইয়াছিলেন। এইবার তিনি নারীদের জন্য বগুড়ায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঘোষণা দিয়াছেন। এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন ২০০৫ সালে তাহার কার্যক্রম শুরু করিবে। নারী শিক্ষা বিস্তারে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক মিলাইয়া যে সকল পদক্ষেপ গৃহীত হইয়াছে, উহা বঞ্চিত নারী সমাজের জন্য একটি অনন্য সুবিধা হিসাবে চিহ্নিত হইবে। এই দেশে এই পর্যন্ত কোন্ বিশ্ববিদ্যালয় শুধুই নারীদের জন্য নির্ধারণ করিয়া গড়িয়া তোলা হয় নাই। পুরুষশাসিত সমাজ দৃষ্টিতে উহা একপেশে ঠেকিতে পারে, কিন্তু নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতায়নকে শক্ত ভিতের উপর দ্রুত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ অনন্য বিবেচিত হইবে। তবে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছাইবার জন্য নারীদের গ্রাম স্তর হইতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হইলে কি হইবে, সেইখানে ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অস্তিত্ব থাকিতে হইবে। দেশের প্রায় ২৭/২৮ হাজার গ্রামে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ই নাই। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশাও তথৈবচ। ইহাই যদি সত্য হয় তাহা হইলে সকলের জন্য সাক্ষরতা ২০০৬ সালের মধ্যে সম্পন্নকরণ যেমন সম্ভব নয় তেমনই সকল শিশু-কিশোরীর শিক্ষাও নিশ্চিত করা যাইবে না। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রামের মেয়েদের আয়ত্তের বাহিরেই থাকিয়া যাইবে। ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন স্থাপনের সদিচ্ছা, দূরদৃষ্টি ও নীতিকে আমরা স্বাগত জানাই তবে ইহাও বলি যে, গ্রামে গ্রামে অন্তত প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন সম্পন্ন হইলে বঞ্চিত নারীদের শিক্ষার আলো দেওয়া সম্ভব হইবে।

শিক্ষা বিষয়ে আরও একটি কথা নীতিনির্ধারক প্রাজ্ঞজনদের ভাবিবার রহিয়াছে। প্রচলিত শিক্ষা কারিকুলাম পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, এই শিক্ষা কর্মজীবনের জন্য তেমন উপযুক্ত নয়। তাই যুগের সহিত তাল মিলাইয়া পাঠ্যক্রম পুনর্বিন্যাসিত হওয়া জরুরি। পরীক্ষায় নকল করিবার প্রবণতা বৃদ্ধির অন্যতম কারণও পাঠ্যক্রমেই নিহিত। তাই বাস্তব জীবনে কাজে লাগে এমনভাবে পাঠ্যক্রম বিন্যাস করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধের নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে হইবে। কেননা, নকল করিয়া যাহারা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করিয়াছেন, তাহারা বাক্য শুদ্ধ করিয়াও লিখিতে পারেন না। এই অবস্থার পরিবর্তন সাধন করিতে হইলে গোড়ার গলদ দূর করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে উচ্চশিক্ষিতজনদের নিয়োগ করিতে হইবে। সেই সঙ্গে শিক্ষা আধুনিক হইতে হইবে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন নারী ও শিশুদের বঞ্চনা ঘুচাইবার প্রয়াস লইবার জন্য। ইহা জাতিকে একটি বলিষ্ঠ ভিতের উপর দাঁড় করাইতে সক্ষম হইবে।